‘কাকে ভালবাসবে, ও কতটা, ও কেমন ভাবে?’

রমা কুণ্ডু

বোমা বিমানের মত বৃষ্টিধারা নেমে এসে কার্পেট হয়ে বিছিয়ে যায় কেরলের প্রত্যন্ত গ্রাম আয়েমেনেম-এর উপর - কোমা চিদের জীর্ণ নির্জন বাড়ী ঘিরে, অপরিসর কাদাধুলোর পথে পথে, ক্বচিৎ সামান্য গৃহস্থের আঙিনায়, ঘুমন্ত মন্দিরচূড়ায়, স্থির ম্লায়মান গাছ বেয়ে, শুকিয়ে আসা মীনাচল নদীর বুকে। আর এক নীরব মানুষ অঝোর বৃষ্টির মধ্যে একা একা ধীরে হেঁটে যায়। তাকে ঘিরে থাকে নির্জনতা-নৈঃশব্দ্য। সে নবীন নয় প্রবীণ নয়। তার বয়স বাঁচার মত-মরার মত-এক ত্রিশ বছর-ঠিক যে বয়সে আম্মু, তার মা, মরে যায়-যে মাকে সে শেষ দেখেছিল ২৪ বছর আগে-কোচিন রেলস্টেশনে যেদিন মা ও যমজ বোন রাহেলের কাছ থেকে সাত বছরের এসথাকে ছিঁড়ে নিয়ে ‘ফেরৎ’ পাঠানো হয়েছিল তার বিবাহবিচ্ছিন্ন বাবার ঠিকানায় সুদূর কলকাতায় যে বাবা এসথার কাছে তখনো একটি ফোটোগ্রাফ মাত্র।

চবিবশ বছর আগে এক বর্ষাভোরে তাকে দিয়ে ওরা ‘হ্যাঁ’ বলিয়ে নিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে এসথা কথাকে ত্যাগ করে কবে নৈঃশব্দ্যে/মৌনতায় ডুবে গেল কেউ খেয়াল করেনি। এখন নিদ্যোগ, নিঃসংগ, নিরর্থ এক অস্তিত্ব বয়ে সমাজ ও সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যে মৌন এসথা একা হেঁটে যায়।

চবিবশ বছর আগের সেই ভোরের পর থেকে রাহেলও এক বিমূঢ় চেতনা নিয়ে যেন বা এক ঘোরের মধ্যে পথ চলেছে। স্কুল থেকে তিনবার তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ‘বিকৃতি’-র অভিযোগে নেহাৎই কোনো উদ্দেশ্যের অভাবে স্থাপত্য নিয়ে পড়া আর সেই সূত্রে আমেরিকান তণ ল্যারি ম্যাককাসলীন-এর সংগে পরিচয়। কিন্তু রাহেলের সুন্দর চোখের গভীরে যে স্মৃতিবেদনার অতল অন্ধকার স্থায়ী বাসা বেঁধেছিল, দেহমিলনের চরম মুহূর্তেও যে অন্ধকার বিষাদ অটুট থাকত, তাকে বিদেশী বুঝতে পারেনি। বিয়ে ভেঙে যায়। গ্যাস স্টেশনের নোংরা বিপদগন্ধী পরিবেশে রাত্রি-করণিকের কাজ করতে করতে তার মূলহীন জীবনে রাহেল খবর পেল এসথা আবার ‘ফেরৎ’ এসেছে (“ত্মন্দ্বব্ধত্ত্বজ্জন্দ্বস্তু*) আয়েমেনেমে-কারণ তার দ্বিতীয়বার বিবাহিত বাবার অস্ট্রেলিয়া পাড়িতে এসথা বাতিল বোঝা। তাই রাহেল ফিরে এসেছে আয়েমেনেমে এতকাল পর-সেই বয়সে-যে বয়সে আম্মু চাকরির ইনটারভিউ দিতে এসে এক হোটেলে একা রাত্রে দুঃস্বপ্নের মধ্যে মারা যায়, কেউ ছিল না সে রাতে কাছে। দুই যমজ সন্তান-তার “গলার পাথর” ও “অপরিসীম মায়া” -তারাও না। কিন্তু আসলে আরও চার বছর আগে, সেই সকালেই, আম্মু-তাদের সুন্দরী মা-অন্ধকারের দিকে রওনা হয়েছিল, -একবারও পিছনে না তাকিয়ে, নির্দ্বিধায়। তার বাঁচবার ইচ্ছা মরে গিয়েছিল।

কী সেই ঘটনা যা দুই যৌবনের মৃত্যু ও দুই শিশুর শৈশবহত্যা ঘটিয়েছিল? যার যন্ত্রণাচ্ছন্নতা থেকে সারাজীবন তারা মুক্তি পেল না? এই ঘটনাটি বলবার জন্যই উপন্যাসের অবতারণা। উপন্যাসের কথক রাহেল নয়, স্বয়ং গ্রন্থকার। তবু মনে হয় যেন রাহেলেরই স্মৃতির ভিতর দিয়ে এবং কিছুটা তার শোনা ও অনুমানজাত ধারণার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির ফুটে ওঠা। যেন অনেক কষ্টের ভিতর দিয়ে অবশেষে উদ্‌গত অশ্রুর মত এক বেদনার্ত স্বীকারোক্তি।
উপন্যাসটির বিন্যাস এমনই-মনে হয় প্রথম থেকে বারবার কোনো এক বিশেষ ঘটনাকে, কোনো এক ভয়ংকর বিস্ফোরক স্মৃতিকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে চেতনা কিন্তু আবার ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসছে, তুচ্ছ কথায় ফিরে গিয়ে অন্যমনস্কতায় অস্থায়ী আশ্রয় খুঁজছে। অথচ সে মনে মনে জানে তাকে ঐ আসল কথাটা বলতে হবে না বলা পর্যন্ত তার নিস্কৃতি নেই। কোনো বীভৎস স্মৃতির ভারে বিবশ মুহ্যমান সে চেতনা অবশেষে উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে (১৮, ১৯ পরিচ্ছেদ) এসে যেন স্মরণের অলঙ্ঘ্য তাড়নায় শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করে এক একান্ত স্বগতকথন-যার মধ্যে ক্ষরিত হয় অসহ্য যন্ত্রণায় বিন্দু বিন্দু রক্তের মত দীর্ঘসঞ্চিত হৃদয় বেদনা।

একদা তখনো অমলিন শৈশবে তারা কোচিন গিয়েছিল মামার ব্রিটিশ মেয়েকে আনতে, যখন এক সরবৎওয়ালা এসথাকে একা পেয়ে আকস্মিক যৌন অশ্লীলতা ও বিবমিষার আস্বাদে ভয়চকিত করে। ' যে কোনো কারো যে কোনো কিছু ঘটতে পারে'-এমন আতঙ্ক শিশুমনে মরীয়া সিদ্ধান্ত আনে ঃ তৈরী হবার জন্য তৈরী থাকতে হবে। ভাইবোনে নদীপারের জঙ্গলে পড়ে থাকা এক নৌকা তুলে আনে যেটি মেরামত করে দেয় ভেলুথা-অস্পৃশ্য পারাভান, দক্ষ কারিগরশিল্পী, এসথা রাহেলের অগাধ ভালবাসার মানুষ।

চুপি চুপি বারে বারে খেলনা ও অন্যান্য "প্রয়োজনীয়" জিনিষ এনে শিশুরা জড়ো করে নদীর ওপারে পরিত্যক্ত হানাবাড়ীতে। তারপরে যে দুর্যোগ রাতে তাদের মা অজানা কোনো অপরাধের জন্য তালাবন্ধ অবহেলিত শিশুরা ভাবে পালানোর সময় উপস্থিত। কিন্তু পৌষ মাসের আকস্মিক বর্ষায় চেনা মীনাচল নদী তখন অচেনা হয়ে গেছে। ভেসে আসা গাছের গুঁড়িতে লেগে নৌকা উল্‌টে যায়, রাহেল-এসথা কোনোক্রমে সাঁতরে উঠে আসে। খরস্রোতে ভেসে যায় তাদের বিদেশিনী বোন। সারা রাত নদীর পাড়ে পাড়ে 'সোফি মল' কে ডেকে ডেকে ক্লান্ত ভাইবোন ভোররাতে যখন ঘুমিয়ে পড়ে তারা জানত না ঐ একই বারান্দায় আর এক ধারে ঘুমিয়ে আছে এক বিধবস্ত মানুষ-তাদের একান্ত প্রিয় ভেলুথা, যাকে তারা ভালবেসেছে দিনের বেলায়-যার সংগে তাদের মায়ের অব্যক্ত ভালবাসা ছিল অশৈশব-মিলন হয়েছিল মাত্র তেরোটি রাত।

ভেলুথা ও আম্মুর অপরাধ ছিল 'ভালবাসা-আইন'কে ভাঙা-যে আইন বলে দেয় 'কাকে ভালবাসতে হবে, কেমন করে, কতটা' (... the Love Laws that lay down who should be loved. And how. And how much") । এই বাক্যবন্ধটি ফিরে আসে বারবার কোনো অমোঘ নিয়তি-নির্দেশ-এর মত, যা অদ্ভুত, অযৌক্তিক, কিন্তু অনতিক্রম্য। ভেলুথা 'অস্পৃশ্য' পারাভানের সন্তান, যারা কেরলে যুগ যুগ ধরে ঘৃণিত, যাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল অঙ্গাবরণ বা জুতো, বা ব্রাহ্মণের চলার পথ, হামাগুড়ি দিয়ে পিছু হটে হটে যাদের নিজেদের পায়ের চিহ্ন মুছে মুছে যেতে হত যাতে ব্রাহ্মণ বা সিরিয়ান খ্রীশ্চানরা ভুলক্রমে পারাভানের পায়ের চিহ্ন মাড়িয়ে ফেলে অপবিত্র না হয়ে পড়ে। খ্রীস্টধর্ম বরণ করেও তাদের লাভ হয়নি অস্পৃশ্য হিন্দু থেকে শুধু তারা 'অস্পৃশ্য খ্রীশ্চান' হয়েছে। এমনকি তাদের চার্চ ও পুরোহিতও আলাদা। সেই পারাভানের সন্তান হয়ে এক অভিজাত খ্রীশ্চান ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ভালবাসার স্পর্ধা দেখায়-এ সমাজ কী করে সয় ?

আশ্চর্য বা আশ্চর্য নয়, ভেলুথার বিপদ ডেকে আনে তার বাবা। ভেলিয়া পাপেন হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে হটার দিন দেখেছে। ব্রাহ্মণ্যসমাজ তাকে শিখিয়েছে চরম অবমাননাই তার স্বাভাবিক পাওনা। তার মধ্যে প্রতিবাদ জাগবার আগে নির্মূল হয়ে গেছে। লেখাপড়া জানা শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগর ভেলুথা নতুন প্রজন্মের তণ কেরলে কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যাপক প্রভাব তার মধ্যে প্রতিবাদের ফণা তুলেছে সে মিছিলে যায় সে প্রকৃতই বিশ্বাস করে ছোটবড় দলনেতাদের। ভেলুথার বাবা ভয় পায়। যখন দেখে ছেলে কাকে ভালোবেসেছে, আরো ভয় পায়। এরপরে যেদিন ডিসেম্বর মাসে আকাশ কালো করে দুর্যোগ নামে, ভেলিয়া পাপেন ভয় পায়-এ ভগবানের রোষ, তার ছেলের পাপে। আকণ্ঠ নেশা করে সে যায় আম্মুর মা, তার মালকিন মামাচির কাছে। শহর থেকে ফিরতে রাত হওয়া বৃষ্টিসিক্ত ভেলুথা মালকিনের জরী তলবে ছুটে গিয়ে আকস্মিক চূড়ান্ত অপমানে বিমূঢ় হয়ে যায়। শৃংখলাপরায়ণ শ্রমিক তখন দেখা করে পার্টিনেতার সংগে। পিল্লাই-এর নির্দেশেই সে দুর্যোগের রাতে নদী পেরিয়ে আশ্রয় নেয় 'ইতিহাস - কুঠী'তে। অপমানে, মানসিক আঘাতে অবসন্নশরীর ভেলুথা তখন শুধু একটু ঘুমোতে চাইছিল। আচ্ছন্ন চেতনায় শুধু মনে হয়েছিল,-হয়ত তার (ড়ন্দ্বজ্ঞ) সংগে আর কোনদিন দেখা হবে না সে কোথায় ? ওরা তাকে কী করেছে ? ওরা কি তাকে কষ্ট দিয়েছে ? ক্লান্ত পা টেনে টেনে অঝোর বৃষ্টির মধ্যে চলতে চলতে সে নিজেকে বলে, 'কালকে, যখন বৃষ্টি থামবে....।' বর্ষারাতে খরস্রোতা নদী পেরোয় নগ্ন, স্থির, বড় সিক্ত, বড় তণ সে আরণ্যদেবতা, যার সহজ বিচরণ ছিল নদীজলে বৃক্ষচ্ছায়ায়। একটি নেকড়ের মত একা অন্ধকারের অভ্যন্তরে চলে যায় সে নগ্ন দেবতা-ক্ষুদ্র বিষয়ের, ক্ষতির কণ দেবতা, যে লড়াই করে শুধু হারবার জন্য।
ইতিমধ্যে কোমাচিবাড়ীতে খবর এসেছে শিশুরা নিখোঁজ। কুশলী নিষ্ঠুরতায় ঘটনাটি ভেলুথার নিষ্পেষণে ব্যবহার করে অ

াম্মুর বিকৃতচরিত্র পিসী। দেখা যায় কী দ্রুত ও মসৃণভাবে উচচবর্ণ 'দয়াবান' ত্রীশ্চান পরিবার, লড়াকু শ্রমিক নেতা ও সরক ারী প্রশাসন সবাই এক হয়ে যায় পারাভান-এর 'স্পর্ধা'র বিদ্ধে। 'ধর্ষিতা'র স্বাক্ষর ছাড়া ধর্ষণের অভিযোগ টেকে না তাই লিপিবদ্ধ অভিযোগ হয় শিশুহরণের। পিল্লাই-এর দেওয়া সূত্র ধরে, শ্রমিকের প্রতি শ্রমিকনেতার গোপন বিশ্বাসঘাতের হাত ধরে ভোররাতে পুলিশ পৌঁছয় নদীপারে।

শিশুরা চমকে জেগে ওঠে হাঁটুর হাড় ভাঙার শব্দে। আর্তনাদ তাদের ভিতরে মরে গিয়ে নিঃশব্দে ভাসে মৃত মাছের মত। আতং-কে অবিশ্বাসে তারা দেখে ভেলুথাকে ওরা মারছে। শোনে মাংসের উপর কাঠের শব্দ, হাড়ের উপরে দাঁতের উপরে বুটের শব্দ, পেটের উপর লাথির সিমেন্টে মাথার খুলি ঠুকে ভাঙার শব্দ। পাঁজরের ভাঙা হাড়ের খোঁচায় ছিঁড়ে যাওয়া ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের গলগল যৌনাঙ্গের উপর লক্ষ পেরেক-এর নরম শব্দ। শান্তভাবে ধীরে সুস্থে ওরা ভেলুথাকে মারে, যেন বা একটা বোতল খুলছে, বা জলের কল বন্ধ করছে, অথবা ডিম ভাঙছে ওমলেট ভাজার জন্য। দুটি বিমূঢ় শিশুর সামনে ওরা অত্যন্ত পরিকল্পিত শীতল নিষ্ঠুরতায় ধীরে সুস্থে বধ করে যুবককে। চরম নির্যাতনের পরে তার শরীরটাকে হিঁচড়ে নিয়ে যায় থানায়। শিশুদের প্রিয় খেলনাগুলি ভাগ হয়ে যায় কনস্টেবলদের মধ্যে।

তবু যখন থানায় বাচচারা বলে,-না,কেউ তাদের চুরি করেনি, তারা স্বেচ্ছায় গিয়েছিল, তখন আসরে নামে আম্মুর পিসী তাদের ও আম্মুর যাবজ্জীবন কারাবাসের বিকট দুঃস্বপ্নচিত্র দেখিয়ে ভয়-সম্মোহিত বাচচা দুটিকে রাজী করায়, - কিছু বলতে হবে না, শুধু পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে বলবে 'হ্যাঁ'। এসথাকে নিয়ে যায় ওরা লক্-আপে-পুলিশের মারে থেঁতো হয়ে যাওয়া রক্ত ক্লেদমাখা ভেলুথা মেঝেয় পড়ে-এক নবীন শরীরে এক বৃদ্ধের বিকৃতস্বীত সুখ। তবু প্রিয় শিশুকে দেখে তার অনেক ভিতরে কোনো এক অভঙ্গ বিন্দু যেন একঝলক হেসে উঠেছিল-শিশুটি বলেছিল, 'হ্যাঁ'। তারপরেই লক্-আপের অ ালো নিভে গেল। ভেলুথা হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য। বাড়ী ফেরার পথে ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়া দুটি শিশু পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল-ও ভেলুথা নয়, ভেলুথার কোনো হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাই।

বিহ্বল আম্মু যখন এই শঠতার কথা জানতে পেরে থানায় ছোটে বাচচাদের নিয়ে, তার আগেই লক্-আপে ভেলুথা মারা গেছে। ইনস্পেক্টর শীতল অশ্লীল রূঢ়তায় বেটন দিয়ে আম্মুর দুই বুকে টোকা মেরে বলে,-আমরা বেশ্যাদের ও তাদের বেজন্মা ছেলেমেয়েদের অভিযোগ নিই না। বাচচারা জানত না 'বেশ্যা' বা 'বেজন্মা' কাকে বলে কিন্তু বাসে ফেরার পথে ম ায়ের কান্না-ভেজা পাথরমুখের দিকে তাকিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয়নি।

আম্মু এর পরের চার বছর রাতের পর রাত দুঃস্বপ্নের আতংকে জেগে উঠত যে পুলিশের লোকেরা মস্ত এক কাঁচি নিয়ে ত ার চুল কাটতে আসছে-যা তারা বাজারের বেশ্যাদের করে থাকত, যাতে পুলিশের, অন্যান্য লোকেদের বেশ্যা চিনে নিতে ভুল না হয়। যে রাতে সে মারা যায়-এক অচেনা বিছানায়,অচেনা ঘরে, অচেনা শহরে- তখনও এই স্বপ্ন দেখেই সে জেগে উঠেছিল। মৃত্যুলগ্নে আর কিছুই সে চিনতে পারেনি পরিচিত সেই ভয়কে ছাড়া।

আম্মুকে পুলিশ ইনস্পেক্টর অকারণে অপমান করেনি সে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল উচচবর্ণ ব্রাহ্মণ ত্রীশ্চান হয়ে পারাভান-এর সং-গে প্রেম-ভালোবাসা-আইনের গুতর লঙঘন। সুতরাং এর যা শিক্ষা তা সবাইয়ের জন্য। আম্মুকে কেউ ক্ষমা করেনি। তার আত্মীয়স্বজন নয়, সমাজ নয়। বাড়ী তার ভাই-এর সম্পত্তি-ভাই-এর হুকুমে তাকে তা ছেড়ে চলে যেতে হয়। 'তোর প্রত্যেকটা হাড় ভেঙে দেবার আগে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা,' চাকো বলেছিল। বিধবস্ত মন, অসুস্থ শরীর, এমনকি সন্তানদের থেকেও বিচ্ছিন্ন আম্মু এরপর খুব দ্রুত ফুরিয়ে গিয়েছিল।

বাড়ীতে, বাইরে, স্বামীগৃহে, পুলিশের কাছে সর্বত্র বিপন্না। অবমানিতা আম্মু এ সমাজে নারীর অসহায়তা ও অবমাননার এক সাধারণ উদাহরণ। লক্ষ্যণীয়, তার লাঞ্ছনায় প্রধান ভূমিকা অবিবাহিতা পিসী ও মায়ের-যারা নিজেরাও সুখী ছিল ন া, ছোটবেলায় সে দেখেছে বাবাকে-বাইরের লোকের কাছে সুভদ্র মার্জিত কীটবিশারদ সাহেবের নিজ স্ত্রীর কন্যার উপর শীতল হিসেবী নিয়মিত নির্যাতন। মেয়ে বলেই মাত্র উনিশ বছরে তার পড়াশুনা বন্ধ। বাবার নিষ্ঠুরতা ও মায়ের তিক্ততা থেকে পালানোর যে কোনো একটা রাস্তা হিসেবে সে বিয়েতে রাজী হয় মাত্র পাঁচদিনের পরিচয়ে এক বাঙালী হিন্দুকে। একদা জমিদার পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার সন্তান অশিক্ষিত মদ্যপ লোকটি কয়েক বছরের মধ্যেই মাতলামির জন্য চ াকরী খোয়ানোর মুখে আসে। একটাই বিকল্প ছিল, ইংরেজ ম্যানেজারের হাতে সুন্দরী স্ত্রীকে তুলে দেওয়া। রাজী না হওয় ায় আম্মুর শারীরিক লাঞ্ছনা শু হয়। যখন মারধোর এসে পড়ল যমজ সন্তানের উপরেও তখন বাধ্যত বিয়ে ভেঙে দিয়ে অ

াবার তাকে ফিরতে হল যেখান থেকে ও যা কিছু থেকে সে পালাতে চেয়েছিল। বাড়তির মধ্যে বিয়ে নামক তিক্ত মোহভাঙা প্রহসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে আম্মু জেনেছিল তার জীবন শেষ (ক্টLife had been livedক্ট) "ত ার একটিই সুযোগ ছিল সে ভুল করেছিল ভুল লোককে সে বিয়ে করেছিল" (৩৮)। এ এক অদ্ভুত জুয়াখেলা-একটা ভুল চাল হলে শুধরে নেবার কোনো সুযোগ নেই জীবনেও।

আম্মুর এমন দিনে-তার নির্জন ব্যর্থ যৌবনের আকুল আতুরতায় ভেলুথা এল-আবাল্য পরিচিত উজ্জ্বল হাসি নিয়ে ভেলুথা ফিরে এল এক সুন্দর কালো তণ অরণ্য দেবতার মত। অকস্মাৎ এক অপরাহে কে লহমার দৃষ্টিবিনিময়ে তারা বুঝতে পারল-তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায়-যে তাদের পরস্পরকে বহু উপহার দেবার আছে। আম্মুর মধ্যে এক বিদ্রোহী মন ছিল ম াতৃত্বের অপরিসীম কোমলতার পাশে ছিল এক আত্মহননশীল বোমার মরীয়া রাগ। এইখানে ভেলুথার সংগে তার মিল। তারা দুজনে অধিকারশূন্য নিপীড়িত মানবতার দুই রূপ-নারী ও হরিজন। আম্মু একাত্মবোধ করেছিল মিছিলের ভেলুথার সাথে। যে পতাকা উঁচু করে ত্রুদ্ধ মুঠি ছুঁড়ে দেয় আকাশে (ক্টShe hoped that under his careful cloak of cheerfulness, he housed a divine, breathing anger against the smug ordered world that she raged against.ক্ট ১৭৫-৬)। ভেলুথার নির্মম হত্যার সংগে আম্মু অন্তরে বাইরে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে গেল। তার মা, যে নিজের জীবনে ভালবাসা ও যৌনসম্ভোগের প্রভেদ জানবার সুযোগ পায়নি, যে বিবাহবিচ্ছিন্ন ছেলের " পুষালী প্রয়ে াজন" (ক্টmen's needsক্ট) মেটানোর জন্যে বাড়ীর আলাদা দরজা পর্যন্ত বানিয়ে দেয় গোপনে চাকর শয্যাসংগিনীদের অর্থসাহায্য করে নিজের বিবেক পরিষ্কার রাখে, সেও মেয়ের ভালবাসাকে ঘৃণা করেছে, বিবাহিত (বিচ্ছিন্ন হলেও) আ ম্মুর বাবার বাড়ীতে কোনো অধিকার নেই, সে বাড়ী ভাই-এর। এরপর গৃহচ্যুত, স্বজনত্যক্ত, উদাস, অসুস্থ, বিষণ্ণ আম্মুর রূপ ঝরে পড়ে, সব বিদ্রোহ-ক্রোধ-আনন্দ হারিয়ে যায় এবং অচিরে জীবনও তাকে ছেড়ে যায়।

নিপীড়িত মানুষের অপর প্রতিভূ ভেলুথাও আম্মুর মতই কোনো টাইপ চরিত্র নয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবেই সে এসে যায় উপন্যাসের কেন্দ্রে। বড় মমতায়, বেদনায়, ভালবাসায়, অপরাধবোধ ধৃত তার নিহত যৌবনেরই যে কাহিনী। ভেলিয়া প াপেনের ছেলে ভেলুথার কালো পিঠে ছিল মৌসুমী বর্ষা আনা বাদামী পাতার জন্মজড়ুল-সৌভাগ্যচিহ্ন। কিন্তু সে চিহ্ন ত াকে সৌভাগ্য এনে দেয়নি। বাবার প্রথম থেকে ভয় ছিল এই ছেলেকে নিয়ে যে তার পঙ্গু বড় ভাই-এর মত নিরক্ষর ভয়- ন্যুব্জ 'ভাল পারাভান' নয়, যে লেখাপড়া শিখেছে, কাঠের কাজের ট্রেনিং নিয়েছে, যে মিছিলে যায়, পার্টি করে, যে দ্বিধ াশূন্য আত্মমর্যাদাবান, বুদ্ধিমান, সুদক্ষ। কিন্তু আর একটি নরম মানুষও মিলে মিশে থাকে প্রতিবাদী যুবকের বুকে। সে একচোখ কানা বুড়ো বাবা ও পঙ্গু ভাই-এর একমাত্র নির্ভর, আম্মুর রিক্ত যৌবনে আকস্মিক বর্ষার মেঘ, এসথা-রাহেলের পিতৃস্নেহবঞ্চিত শৈশবে অবাধ প্রশ্রয়-আদরের দেবতা, খেলার বন্ধু এমনকি তার হাতে মায়ের পরিত্যক্ত লাল নখপালিশও লাগিয়ে দেওয়া যায় বিনা আপত্তিতে। কিন্তু ভেলুথা তার সব সম্ভাবনা তেজ, কোমলতা নিয়েও যে দেবত্বে উন্নীত হয়, সে ক্ষতির দেবতা, সামান্যের দেবতা, দেশ-কাল-সমাজ-ইতিহাস সম্মিলিতভাবে যাকে গুঁড়িয়ে দেবে। কারণ সে যে জন্মসূত্রে পারাভান। তার সাধ্য কি ইতিহাস-নির্দেশিত 'ভালবাসা-আইন' অমান্য করে ('কে কাকে ভালবাসবে, ও কেমন করে, ও কতটা?'। 'অস্পৃশ্যে'-র প্রতি অবজ্ঞা-ঘৃণা-ভয় এত গভীর সেখানে ইংরেজ-আসক্ত ('Anglo-phile') ক্রীশ্চান-ব্রাহ্মণ' মা লিক পরিবার, কমিউনিস্ট দলনেতা, পুলিশ প্রশাসন সবাই যৌথ নৃশংস হিংস্রতায় সামিল হয়ে যায়-যে কথা অনেক পরে, একত্রিশ বছর বয়সে রাহেল-এসথা বুঝতে পেরেছিল যে-তারা ছাড়াও আরও কতজন সংঘটক ছিল সেই মর্মান্তিক সক ালে-যাদের বলি ছিল একজনই। তার হাতের নখে লাল পালিশ, পিঠে বর্ষাআনা পাতার সৌভাগ্য-চিহ্ন।

ভেলুথা শুধু গোঁড়া হিন্দু ক্রীশ্চান সমাজের নয়, স্বঘোষিত সর্বহারার নেতাদেরও শিকার। (এসথার ছোটবেলাকার সীজার সাজার মত যেন ভেলুথার হয়েও লেখকের অনুচ্চারিত হতাশা শোনা যায় দলনেতার প্রতি ঃ 'ব্রুটাস তুমিও।') লেখকের অগোপন বিদ্রূপ এ উপন্যাসে 'বামপন্থী' ভণ্ডামিকে বিদ্ধ করে। তিনি দেখিয়েছেন তথাকথিত কমিউনিস্ট রাজনীতি কেরলে কখনো সনাতন সমাজকে আক্রমণ করেনি, যুগান্তবাহিত সামাজিক অন্যায় ও কায়েমী স্বার্থের সংগে মসৃণ সহবাসে অর্জিত হয়েছে এক "ককটেল রিভলিউশন" যে মিছিলে ভেলুথার মত প্রকৃত সর্বহারা মানুষ যায় প্রতিবাদের আশা নিয়ে সেটা অ াসলে একটা সাজানো লড়াই-লড়াই খেলা মাত্র। (ক্টThe orchestra petitioning its conductorক্ট) , যেমন কারখ ানামালিক চাকো তার নারী-শ্রমিকদের নিয়ে খেলে, - বয়ে যাওয়া রাজপুত্তুরের কমরেড-কমরেড খেলা কিন্তু অক্সফোর্ড-ফেরৎ, প্রগাঢ় মার্ক্সবাদী চাকো যখন দেখে তারই কারখানার কোনো শ্রমিক স্বাধীনভাবে মিছিলে মাথা তুলে, তার অস্বস্তি ও

ভয় হয়।

কমিউনিস্ট নেতা পিল্লেই চাকোর কারখানার শ্রমিকদের উসকায় একটা ট্রেড ইউনিয়ন হাতে পাবার জন্য, আবার গোপনে চাকোর সংগে ব্যবস্থা করে তার প্রেসে কারখানার লেবেল ছাপার। রাত্রের অন্ধকারে শ্রমিকনেতা গোপনে মালিককে অন্তরঙ্গ পরামর্শ দেয় ভেলুথাকে সরিয়ে দেবার, কারণ "তুমি ত' বুঝতে পারছ কমরেড, স্থানীয় পরিস্থিতিতে এই বর্ণভেদ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি কত গভীর" (২৭৭)। তাই পিল্লেই যখন নিপীড়িত মানুষের হয়ে উদার পরামর্শ দেয় ঃ "শতাব্দীবাহিত অত্যাচারের ভয় ওদের অবশ্য কাটিয়ে উঠতে হবে" (২৮০) তখন এটা শোনায় এক অসহ্য ভণ্ডামির মত। বিপর্যস্ত ভেলুথা নেতার কাছে এসে শীতল প্রত্যাখ্যান পায় কারণ "ব্যক্তিগত ঝুটঝামেলায়" নাকি পার্টির জড়াতে নেই। বিপন্ন কর্মীকে প্রবল দুর্যোগের মধ্যে নদী পেরোতে পাঠিয়ে নেতা ঘরে এসে ধীরে সুস্থে আরও একটা কলা খায়। ইচ্ছাকৃতভাবে ভেলুথাকে বিপন্ন করে পুলিশের কাছে এই মিথ্যা বলে যে ভেলুথা পার্টির সদস্য নয়। আর তারই গোপন খবর অনুযায়ী ভেলুথা ধরা পড়ে। আবার ভেলুথার মৃত্যুর ঐ পিল্লেই ঘটনা ব্যবহার করে আন্দোলন করে রাজনীতির মুনাফা তুলতে। সংবেদনশূন্য রাজনীতিকের নির্লজ্জ হিসেবী ভণ্ডামির প্রতি লেখকের বিদ্রূপ এখানে অনাবরণ ঃ ক্টIt was not enitirely his fault (Comrade Pillai's) that he lived in a society where a man's death could be more profitable than his life had ever beenক্ট (২৮১) -মৃত মানুষটি যখন জীবিতের চেয়ে বেশী লাভজনক, শকুনজাতীয় প্রাণীরা স্বভাবত প্রথমটিরই ব্যবস্থা করে।

সেই সঙ্গে বেলুথার মৃত্যুতে নিশ্চিন্ত যে পুলিশ, হাঁফ ছাড়ে আম্মুর পরিবার-পরিজন। শুধু তিনজনের জীবন শূন্য হয়ে যায় যারা তাকে বালবেসেছিল দিনে ও রাতে। ভেলুথা চলে গিয়েছিল পিছনে এক দুনিয়াজোড়া গহ্বর রেখে যেখান থেকে অন্ধকার অনবরত উৎসারিত হয়ে তরল আলকাতরার মত। তার প্রেমিকা সোজা হেঁটে চলে গিয়েছিল এই অন্ধকারের ভিতরে, এমনকি বিদায় বলবার জন্যও পিছন ফেরেনি। আর প্রিয় দুই শিশু বাকী জীবন সেই অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে থাকল, কোথাও দাঁড়াতে পারল না সেই শূন্যে (১৯১-২)। কারণ বড় সকাল সকাল তারা জেনে গিয়েছিল দুনিয়া কীভাবে মানুষকে ভেঙে চুরচুর করে। তারা জেনেছিল রক্ত ও নির্যাতনের গন্ধ। সেই সাত বছর বয়েসের এক ভোর রাতে ভয়ানক আঘাতে, অপরাধবোধে কষ্টে বিমূঢ় হয়েযাওয়া দুটি ছেলে মেয়ে প্রবেশ করেছিল এক ঘরের মধ্যে,- আর কোনো দিন বেরোতে পারিনি।

উপন্যাসটি যেন তাদের স্মৃতি বেদনার মালা। আকস্মিক আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাওয়া শৈশবের যে অমোঘ স্মৃতি তাদের আবেল্য তাড়া করে ফিরেছে তারই তর্পণ উত্তরতিরিশে এসে।

"এসথা কি করেছিল? সে সেই প্রিয় মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ও বলেছিল, 'হ্যাঁ'। (তারপর) শব্দটি গভীরে গিয়ে বাসা বঁাধল..... আর কোনোদিন তাকে উপড়ে ফেলা গেল না" (৩২)। রাহেল বিয়ে করেও সুখোচ্ছল হতে পারে না। কারণ এক ভয়ঙ্কর গন্ধ/ছবি তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে-হাতকড়ার কটু ধাতব গন্ধ ও এক যুবকের থেঁতলে যাওয়া বৃদ্ধ মুখ। নতুন বরের খুনসুটিতে সাড়া দিতে পারে না; তখন অন্যমনে ভাবে কেন বাড়ীর কথা ভাবলেই তার মনে পড়ে যায় নৌকোর তেলা কালো কাঠের রং ও পিতলের প্রদীপে আগুনের জিভ। চবিবশ বছর পরেও তারা কিছুতেই নিজেদের বোঝাতে পারে না যে অনভিজ্ঞ অসহায় শৈশবে তারা যতটা না অন্যায় করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অন্যায় করা হয়েছিল তাদের উপর ("more sinned against than sinning")। তাদের যেন কোনো মুক্তি নেই সে দুঃখাপরাধের দায় থেকে। অসহনীয় অসাড় ("unspeakable numb") চিন্তা নিয়ে নীরব হয়ে যাওয়া এসথা একা একা বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় সেই যেখানে তারা একদিন একটা নৌকা পেয়েছিল, যেখানে প্রিয়তম দুজন মানুষ মিলিত হয়েছিল। সেখানে বৃষ্টির মধ্যে নিমগ্ন বসে সে দোলে।এ কোন্ শৈশবের নদীতে , কোন্ নৌকায় সে দোলে মনে মনে? বরাবরের জন্য একা হয়ে যাওয়া, স্বাভাবিক জীবনচ্যুত হয়ে যাওয়া , নির্বান্ধব আকাঙ্খাশূন্য-ভবিষ্যৎহীন সে দুটি ছেলেমেয়ের চবিবশ বছরের আমূলপ্রোথিত দুঃখ কে বুঝবে পরস্পর ছাড়া? তাই দুই যুগ বিচ্ছেদের পরে তাদের যে মিলন সে অসাড়তার সঙ্গে শূন্যতার, অশ্রুর সঙ্গে অশ্রুর; তারা যা ভাগ করে নেয় তা সুখ নয়, এক অসহ্য বীভৎস দুঃখ।

গল্পটি যেন সেই দুঃখীর স্বীকারোক্তি। যদিও প্রথম থেকে অসংখ্য ইঙ্গিত আছে কোনো সম্ভাব্য বিস্ফোরক উদ্‌ঘাটনের, কথন উদ্‌ঘাটনের দিকে এগোতে থাকে তেরো অধ্যায়ের শেষ থেকে।এ যেন কোনো নৌকো, অনেকক্ষণ এড়ানোর চেষ্টা করে অবশেষে অনিবার্য ঘূর্ণিতে ঢুকে পড়ে, ঘুরে ঘুরে কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে চলে কেন্দ্রবিন্দুর তীব্রতার দিকে।

আজ দেশে উত্তর - উপনিবেশ ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট তার স্থান- সচেতনতা যা তাকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নিজস্ব সাহিত্যকে অতিক্রম করে এক স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা দিয়েছে । আলোচ্য উপন্যাসে তৃতিয় বিশ্বের একটি বিশেষ ভৌগলিক বিন্দু তার মানুষজন , সমাজ , সমস্যাবলী , তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতিচিত্র নিয়ে এক নির্ভুল ভারতীয়তার আস্বাদ আনে , দক্ষিনাঞ্চলের একটি গ্রাম ,-- তার নদী , তার পুরোনো ও নতুন বাড়ী , ধুলোকাদা , পথঘাট , গাছপালা , পাখী , নদীপারের ভুতুরে বাড়ী , চবিবশ বছরের তার অদলবদল -- আর যা বদলায় না -- বৃষ্টির শব্দ , জলের স্পর্শ , বিচিত্র গন্ধ, -- সব কিছু মিলিয়ে স্থানিক উপাদানটি আশর্চ্য জীবন্ত হয়ে থাকে এ বইয়ে ।

আঙ্গিক এর অপর বিশেষ লক্ষণীয় দিক -- ভাষা । ইংরাজী ভাষাকে লেখক আশর্চ্য স্বাচ্ছন্দ্যে সাবলীলতায় দুমড়ে মুচড়ে অকল্পনীয় স্বাধীনতা নিয়ে ও দক্ষতার সংগে ব্যাবহার করেছেন , বস্তুত একদা উপনিবেশ দেশগুলিতে -- আফ্রিকা , ক্যারিবিয়ান , এশিয়া , কানাডায় , আজ যে নব ইংরাজী সাহিত্য (Non-cananical New English Literature) লেখা হচ্ছে সেখানে উপনিবেশিক আমলের শেখানো 'যথাযথ' ইংরাজী থেকে সচেতনভাবে স্পর্ধিত সৃজনশবলতায় সরে এসে নতুনভাবে ইংরাজী ভাষার সংগে স্থানীয় অভিব্যাত্তির মেলবন্ধন ঘটানোর যে পরীক্ষা নিরীক্ষা অবিরাম চলছে তা কার্যত ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যকে আচর্য ভাবে সমৃদ্ধ করেছে , আলোচ্য বইটি উত্ত প্রবাহে এক উজ্জ্বল ও নতুন সংযোজন হল ।

কখনো এমনও মনে হয় , ভাষা নিয়ে লেখক যেন এক সানন্দ খেলায় মগ্ন , যেমন করে কোনো শিশু একটি শব্দ নিয়ে নিজের মত করে ধবনি ও অর্থের তাসঘর গড়ে ভাঙে । যেহেতু উপন্যাসটি ব্যাপ্ত করে থাকে দুই চরিত্রের শৈশবস্মৃতি , অনেক সময় এখানে বানান অনুসরন করেছে শিশুর উচচারন ও চেতনাকে । যেমন -- যুগ্ম বিশেষ্যের প্রথম শব্দ ভেঙে তার শেষ অক্ষর দ্বিতীয় শব্দের আগে জুড়ে দেওয়া (Bar Nowl) অথবা একক শব্দও অর্থের ঝোঁক অনুযায়ী ভাঙে বানানসহ ("Lay -Ter")। বাক্যাংশের ভিতরকার ঝোঁক ও যতির অদলবদল সংলাপে কথ্যভাষার তাল লয় ফুটে উঠে কথকের বাস্তবতা বা বিপন্নতা প্রকাশ করে ("Whatisit", "Whathappened") শিশুরা যেমন করে উচচারণের সংগে বানান মিলিয়ে নেয় (" Locusts stand I ") , অথবা তাদের স্মৃতির সংগে যেমন অবিচ্ছেদ্য মিলে মিশে থাকে কিছু অর্থহীন ধবনি (''ডুমডুম, থাকা থাকা থাই , থাকা থাকা থোম '') , এখানে লেখক তার সার্থক ব্যবহার করে আবহ তৈরি করেন ও কথনকে বিচিত্র জীবন্ত ভঙ্গিমা দেন । কখনো কিছু আচর্য চমৎকার যুত্ত শব্দ চমকে দেয় , যেমন হঠাৎ শ্রবণের ঘনঘোর বোঝাতে ক্ট The sudden thunderdarkness of the day "। অথবা 'জো'র মৃত্যুর পর মার্গারেটের ' পৃথিবী জুরে থাকা একটি জো- আকৃতির শুন্য গহ্বর ' । কিন্তু দুঃখের বিষয় এমেন সুন্দর বাক্যাংশ মাঝে মাঝে অতি - পুনরুত্তি তে ধার হারিয়ে ফেলে । তবু সাধারন ভাবে বর্ণনার সংযম ও ভাষার অর্ন্তলীন ছন্দ -- সংগীত কথনের পরাবৃত্তধৃত গতিপথের সংগে যুত্ত হয়ে নান্দনিক সাফল্য স্পর্শ করেছে । ভাষার এই অদৃশ্য সুক্ষ্ম সংগীতের সংগে সুর মিলিয়ে শোনা যায় --- প্রায় সমস্ত উপন্যাসটি জুড়ে -- বারিপত্তনের শব্দ , বইটি শেষ করার পরেও যে শব্দ কানে বাজে । বহু বছর পরে এক মনসুন - এ ফিরে এসে রাহেল দেখে অনেক কিছু বদলে গেছে , কিন্তু বর্ষার বৃষ্টি বদলায়নি (১০) । বৃষ্টিপাতও যেন স্মৃতিবেদনার অভিঘাত । তাই হেঁটে চলা এসথার উপর বৃষ্টি নেমে আসে যেমন '' স্মৃতির প্রবল বিস্ফোরনগুলি এসে অ ছড়ে চুরমার করে ভেঙে দেয় নিরভ মনের অসাড়তা '' ("memory bombs on still , teacoloured minds") । বৃষ্টির মধ্যেই ঘটে মিলন বিচ্ছেদ -- শোক - জিঙ্গাসার সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলি , শেষে দীর্ঘ বিচ্ছেদ পেরিয়ে এসথা- র াহেলের পরস্পরের কাছে ফেরা হয় যখন নির্জন আয়েমেনেমের বাড়ী ঘিরে নেমেছে বৃষ্টিরাতের নিবিড় আবেষ্টন ।

আনন্দ্ এর untouchable একদা সাড়া জাগিয়েছিল সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সংবেদনশীল প্রতিবাদের জন্য । সংশ্লিষ্ট বিষয়টির জন্য । সশ্লিষ্ট বিষয়টিকে শ্রীমতি রায় তাঁর নিজের মৌলিক ভাষা ও রচনা শৈলীতে , গভীর অনুভবে , আবেগের তীক্ষন সততায় , সর্বোপরি মানবহৃদয়ের অনুশোচনায় অদ্ঘাটন করে , - হয়ত সে সৎ অনুশোচনাতেই ইতিহাসের অমোঘ অমানবিয়তা থেকে উত্তরণের একমাত্র প্রতিশ্রুতি -- একটি যথার্থ 'ভারতীয় ইংরাজী বই রেখে গেলেন স্বকাল ও ভাবীকালের জন্য ।

তাঁকে ধন্যবাদ ।